দৈনিক ইনকিলাব

JAN. 01 2002

ঢাকা বইমেলা

আজ পক্ষকালব্যাপী অষ্টম ঢাকা বইমেলা শুরু হচ্ছে। শেরেবাংলা নগরস্থ জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ড মাঠে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত এই বইমেলা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। বইমেলা উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। লেখক, প্রকাশক, গ্রন্থাগারিক, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং বইপ্রেমিকদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সম্পর্কোন্নয়ন ছাড়াও বইমেলাঙ্গনে সাহিত্যালোচনা, আবৃত্তি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। যতদূর জানা গেছে, ১৫ দিনের সময়সীমায় প্রতিদিন লেখক-পাঠক মুখোমুখি অনুষ্ঠান, ৬ জানুয়ারী কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান, ৭ জানুয়ারী সঙ্গীতানুষ্ঠান, ৮ জানুয়ারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে বিতর্কানুষ্ঠান, প্রতিদিন সেমিনার অনুষ্ঠান এবং ১২ জানুয়ারী 'শতবর্ষের গ্রন্থাগার' শীর্ষক স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী বইমেলা উদ্বোধনকালে ১-৭ জানুয়ারী গ্রন্থ সপ্তাহ এবং ২০০২ সালকে গ্রন্থবর্ষ হিসেবে ঘোষণা করতে পারেন। আরও জানা গেছে, এসব ঘোষণা বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র জাতীয় পর্যায় ছাড়াও আঞ্চলিক পর্যায়ে বইমেলার আয়োজন, বইয়ের বিক্রয় উন্নয়নে সহযোগিতা প্রদান, গ্রন্থ সম্পর্কিত তথ্যসম্বলিত 'বই' নামে একটি নিয়মিত মাসিক পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদির ব্যবস্থা করবে।

অষ্টম ঢাকা বইমেলার শ্লোগান হচ্ছে ঃ 'সুস্থ সমাজ গঠনের জন্য বই।' শ্লোগানটি দেশের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বই জ্ঞান ও শিক্ষার বাহন। জ্ঞান ও শিক্ষা মানুষকে আলোকিত করে, সুসংস্কৃত করে। একই সঙ্গে বই মানুষের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ ও কল্যাণ-চিন্তা জাগ্রত করে। মানুষকে ধীর-স্থির-স্থিতধি; সুবিচার বোধসম্পন্ন ও বিবেকশাসিত করে তোলে। বইয়ের সঙ্গে আমাদের, বিশেষতঃ তরুণ সমাজের সম্পর্ক দিনকে দিন দূরবর্তী ও ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে, দুঃখজনক হলেও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। সমাজে অস্থিরতা ও অসহিষ্ণুতা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, বই পাঠে তরুণ সমাজের মধ্যে অনীহাও তত বাড়ছে। অন্যভাবে একথা বলা যায়, তরুণ সমাজ যত বইবিমুখ হয়ে পড়ছে সমাজে অস্থিরতা তত বাড়ছে। কারণ ঐ অস্থিরতা বৃদ্ধিতে তরুণ সমাজ একটা বড় ভূমিকা রাখছে। অনেকে বইবিমুখতার জন্য প্রযুক্তির উৎকর্ষকেও অনেকাংশে দায়ী বলে মনে করেন। তাদের এই ধারণা ও পর্যবেক্ষণকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না। কিন্তু এই সঙ্গে একথাও আমরা স্মরণ করতে চাই যে, প্রযুক্তিতে সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণকারী দেশ ও জাতির মধ্যে বইপ্রিয়তা ও পাঠাভ্যাস হ্রাস পেয়েছে এমন সাক্ষ্য পাওয়া যায় না। হতে পারে, আমাদের দেশে প্রযুক্তির প্রসার পাঠাভ্যাসকে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত করছে। কিন্তু সামগ্রিক বইবিমুখতার জন্য এই ভূমিকা খুব বেশী নয়। আলোকিত সমাজ ও আলোকিত দেশের প্রথম শর্ত আলোকিত মানুষ। আর আলোকিত মানুষ সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত বইয়ের কোনো বিকল্প নেই। 'উপযুক্ত' বইয়ের কথাটি এখানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ একারণে যে, বইয়ের ভালো করার ক্ষমতা যেমন অপরিসীম তেমনি ক্ষতি করার ক্ষমতাও কম নয়। কাজেই, আমরা একদিকে যেমন ভালো বই চাই তেমনি অন্যদিকে চাই মানুষের মধ্যে বইপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাক, পাঠস্পৃহা বিকশিত হোক।

বই প্রকাশের দায়িত্ব প্রকাশকদের। তা সুষ্ঠুভাবে বিপণনের দায়িত্বও মূলতঃ তাদের। বই প্রকাশ ও বিপণন, বইয়ের বাজার, ক্রেতা ও পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধির ওপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। বইপ্রাপ্তি ও পাঠ সহজলভ্য করার জন্য দেশব্যাপী গ্রন্থাগার-পাঠাগার প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা নতুন করে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। দেশে বইয়ের দোকানের খুব একটা অভাব নেই। কিন্তু মারাত্মক অভাব রয়েছে গ্রন্থাগার-পাঠাগারের। ৩০/৪০ বছর আগে দেশের থানা পর্যায়েও সমৃদ্ধ একাধিক গ্রন্থাগার ছিল। রাজধানী ঢাকাসহ বড় বড় শহরে মহল্লায় মহল্লায় ছোট-বড় অসংখ্য গ্রন্থাগার ছিল। কোনো ক্লাব, সংস্থা বা সংগঠনের একটি গ্রন্থাগার ছিল না এমন ভাবাই যেতো না। পৃষ্ঠপোষকতা, উদ্যোগ ও কার্যকর ব্যবস্থাপনার অভাবে গ্রন্থাগারগুলোর অধিকাংশই উঠে গেছে। যারা টিকে আছে তাদের অবস্থা করুণ। বই ও পাঠকের অভাবে এসব গ্রন্থাগারও বিলোপের পথে। একটি সতেজ-সজীব, জ্ঞান-স্পৃহ ও শিক্ষাব্রতী জাতির ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের এই 'দশা' কল্পনাতীত। শ্লোগানের বাস্তবায়ন ও সার্থকতা যদি আমরা অর্জন করতে চাই, তবে অবশ্যই এ মুহূর্তে গ্রামে গ্রামে না হলেও ইউনিয়নে ইউনিয়নে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং শহরের মহল্লায় মহল্লায় গ্রন্থাগার-পাঠাগার গড়ে তুলতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারকে অগ্রবর্তী ভূমিকা রাখতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিটি এলাকার অধিবাসীদেরও এজন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। সরকার প্রতিবছর কোটি কোটি টাকার বই কেনে বলে আমরা জানি। এক্ষেত্রে বাজেট আরও বাড়াতে হবে এবং প্রতিটি গ্রন্থাগার-পাঠাগারকে কম-বেশী বই প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। একইভাবে বই প্রকাশ ও বিপণনের ক্ষেত্রে প্রকাশকদের প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা দিতে হবে যাতে তারা স্বল্পমূল্যে বই বিক্রি করতে পারে। ঘরে ঘরে বই ছড়িয়ে দেয়া এবং সকল শ্রেণীর শিক্ষিত মানুষকে বই ক্রয় ও পাঠে উদ্বুদ্ধ করার কার্যকর পদক্ষেপও নিতে হবে। আমরা মনে করি, বই নিত্যসঙ্গী হলে সমাজ উন্নত, সমৃদ্ধ, শান্তি ও প্রগতির অধিকারী হতে পারবে দ্রুত। পরিশেষে আমরা ঢাকা বইমেলার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।